

BEFORE MEMORY ARRIVES



FERDINANDO FREGA

স্মৃতি আসার আগে

The Art of Attraction · 08

একটা শিশু জন্মালে সবাই প্রথমে তাকায় তার চোখের দিকে।

আমরা দোলনার ওপর ঝুঁকে পড়ি, আরও কাছে নুয়ে যাই, একটা রং খুঁজি।

চোখ দুটো কি মায়ের মতো হবে?

নাকি বাবার মতো হবে?

তারপর একজন ডাক্তার, বা একজন নার্স, এসে সেই কথাটা বলেন
যা কেউ শুনতে চায় না: রংটার এখনও কোনো অস্তিত্বই নেই।
শুরুতে সেটা প্রায় সবার একই রকম। একটা ধূসর, একটা ফিকে
নীল, এমন কারও রং, যে এখনও কিছুই দেখেনি।

কারণ ব্যাপারটা এমনই।

জীবনের শুরুতে দৃষ্টি সবার এক।

সেটা শূন্য।

আর তাকে ভরে উঠতে মাসের পর মাস লাগে।

আইরিস কাজ করে ধীরে। সে রাখে একটু বাদামি, একটু সবুজ,
একটু কালো। যেন শরীর অপেক্ষা করছে বুঝে নিতে, কোন পৃথিবীর
দিকে তাকে তাকাতে হবে, তারপর ঠিক করবে কোন চোখ দিয়ে
তাকাবে।

আমি সবসময় ভেবেছি, পরেও ব্যাপারটা খুব একটা আলাদা নয়।

আমরা সেই শূন্য দৃষ্টি নিয়েই বারবার জন্মাই।

আর বাকি সময়টা কাটাই সেটাকে ভরাতে।

প্রতিটা অভিজ্ঞতা একটা চিহ্ন রেখে যায়।

প্রতিটা আনন্দ যোগ করে একটা আভা।

প্রতিটা দুঃখ যোগ করে আরেকটা।

আর এভাবেই, আমাদের অজান্তে, চোখ আর শুধু শরীরের একটা অংশ থাকে না, হয়ে ওঠে একটা আর্কাইভ।

এক নীরব স্মৃতি।

তারপর আসে সেই মুহূর্ত, যখন আমরা একটা সরল আর নিষ্ঠুর সত্য বুঝতে পারি: মানুষকে আমরা প্রায়ই সত্যি করে দেখি কেবল তখনই, যখন তাদের দিকে আর তাকাতে পারি না।

আর ঠিক তখনই স্মৃতি আমাদের পেছনে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

না-বলা একটা কথার কাছে।

পিছিয়ে রাখা একটা ফোনের কাছে।

একটা দেখা করতে যাওয়ার কাছে, যা আমরা করতে পারতাম।

একটা আলিঙ্গনের কাছে, যাকে আমরা ধরে নিয়েছিলাম অবধারিত বলে।

না, আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়নি।

“পাঠক, আর একটু ধৈর্য ধরো, আর আমার যুক্তিটা অনুসরণ করো।”

কতবার আমরা ভাবি যারা চলে গেছে তাদের কথা, আর সেইসব কথা ও কাজের কথা, যা আমরা বলতে বা করতে চেয়েছিলাম?

এটা সবার সঙ্গেই হয়েছে।

আর আবারও হবে।

আজ যদি এমন কারও সঙ্গে কথা বলতে পারতাম, যে আর এখানে নেই, আমি বেছে নিতাম আমার বাবাকে, আমার মাকে, আমার দাদু-ঠাকুমাকে, আমার বোনকে, একজন কাছের বন্ধুকে।

আর আমি সবসময় একইভাবে শুরু করতাম।

আমি বলতাম:

“ক্ষমা করো, যদি তোমার প্রাপ্য সময়টা তোমাকে না দিয়ে থাকি।

ক্ষমা করো, যদি আমি আমার তাড়াছড়ো, আমার লক্ষ্য, আমার রোজকার স্বার্থপরতার পেছনে ছুটে গিয়ে থাকি, এটা না বুঝে যে একদিন আমিও তোমার পথেই হাটব।”

তারপর মন আরও দূরে পাড়ি দেয়।

সে শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে যায়।

আমি যিশুর সঙ্গে দেখা করতে চাইতাম, তাঁকে প্রশ্ন করতে নয়, শুধু তাঁর কথা শুনতে।

আমি দেখা করতে চাইতাম গ্যালিলিও গ্যালিলেই, আইনস্টাইন, মাকিয়াভেলি, মিকেলাঞ্জেলো, দান্তে আলিগিয়েরি, পিয়েরেলচিনার পাদ্রে পিও, কিপলিং, জন ফিটজেরাল্ড কেনেডির সঙ্গে — আর নিচতলার সবজিওয়ালার সঙ্গেও, সঙ্গে মদের সরাইখানার মালিককে নিয়ে।

আর তারপর, প্রায় যেন কোনো জাদুর বশে, আমি পৃথিবীর সব নারীর কথা শুনতে চাইতাম।

কোনো ভেদাভেদ ছাড়া।

কারণ তাদের প্রত্যেকের বলার মতো আলাদা কিছু থাকত।

এক আলাদা দৃষ্টিকোণ।

এক আলাদা গল্প।

এক আলাদা সত্য।

তবু, দু পা শক্ত করে মাটিতে রেখে নেমে এসে, আমি পৌঁছই এমন এক তুলনায়, যা আমার কাছে সুন্দর মনে হয়।

আমরা যা কিছু সৃষ্টি করি, যা কিছুর মূল্য আছে বলে বিশ্বাস করি, যা কিছু অন্যদের জন্য কিছু রেখে যেতে পারে, তা যদি সময় থাকতে মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া না হয়, তবে সবসময় একই ঘটনা ঘটে।

সেই দিন আসে, যখন কেউ বলবে:

“কী আফসোস। ওঁর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল।”

“কী আফসোস। ওঁর কথা শোনার ইচ্ছে ছিল।”

“কী আফসোস। উনি কী ভাবতেন, জানার ইচ্ছে ছিল।”

কিন্তু যা দেখা হয় না, তার দায় কখনও শুধু স্রষ্টার নয়।

প্রায়ই দায়টা তাদের, যারা সময় থাকতে সেটা দেখায় না — আর এখানে, বরাবরের মতো, নারীরাই ওস্তাদ: তারা জানে কীভাবে চোখে পড়তে হয়।

আর দায়টা তাদের, যারা ঠিক করে কী দেখা যাবে: ওয়েব। Google যদি তোমাকে দৃশ্যমানতা না দেয়, কেউ তোমাকে পড়ে না — যদি না তুমি টাকা দাও।

তাদের, যারা মানুষকে চোখের সামনে যা ঘটছে তা লক্ষ করতে দেয় না।

কারণ স্মৃতি প্রায় সবসময় আসে পরে।

দৃষ্টি বরং, ভাগ্য ভালো থাকলে, আসে সময়মতো।

Ferdinando